বাংলা ট্রিবিউন
সঠিক সময়ে সঠিক খবর

সেন্টমার্টিন থেকে ১৫০০ কেজি প্লাস্টিক বর্জ্য অপসারণ

টেকনাফ প্রতিনিধি

২২ ডিসেম্বর ২০২৪, ১৫:১৭

সেন্টমার্টিনের অলিগলি ও সমুদ্রসৈকতের বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে প্লাস্টিকের বোতল, প্লাস্টিকের প্যাকেটসহ নানান ধরনের অপচনশীল ময়লা-আবর্জনা অপসারণ করা হয়

কক্সবাজারের সেন্টমার্টিন দ্বীপের সমুদ্রসৈকতে পরিচ্ছন্নতা অভিযানে এক হাজার ৫০০ কেজি প্লাস্টিকের বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে। কেওক্রাডং বাংলাদেশ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইউনিলিভার বাংলাদেশের সহযোগিতায় দুই দিনব্যাপী এ পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালায়। এতে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, টুরিস্ট পুলিশ, স্থানীয় লোকজনসহ সারা দেশের বিভিন্ন পেশাজীবী এবং সেন্টমার্টিনের স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে শনিবার বিকাল পর্যন্ত সেন্টমার্টিনের অলিগলি ও সমুদ্রসৈকতের বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে প্লাস্টিকের বোতল, প্লাস্টিকের প্যাকেটসহ নানান ধরনের অপচনশীল ময়লা-আবর্জনা অপসারণ করা হয়।

কেওক্রাডং বাংলাদেশের সমন্বয়কারী মুনতাসির মামুন জানান, এর আগেও সংগঠনটির উদ্যোগে দ্বীপে এ ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। এটি তাদের ত্রয়োদশ উদ্যোগ।

সেন্ট মার্টিনের সাবেক ইউপি সদস্য হাবিব খান বলেন, ‘সেন্টমার্টিনকে পরিষ্কার রাখার জন্য ১৩ বছর ধরে এই কাজ করার জন্য কেওক্রাডং বাংলাদেশেকে স্বাগত জানাই। এইভাবে সবাই এগিয়ে আসলে শুধু সেন্টমার্টিন নয়, আমরা বর্জ্যমুক্ত একটি পৃথিবীও গড়ে তুলতে পারবো।’

কেওক্রাডং বাংলাদেশের সমন্বয়কারী মুনতাসির মামুন বলেন, ‘বাংলাদেশে ভৌগলিক কারণে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের অন্তিম গন্তব্য যেকোনও জলাধার হয়ে থাকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই। আর সেন্টমার্টিনের মতো ছোট দ্বীপে পড়ে থাকা প্লাস্টিক যদি মূল ভূখণ্ডে নিয়ে আসা না হয় তবে এর পরিণাম শুধু এই দ্বীপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। ছড়িয়ে পড়ে বঙ্গোপসাগরে। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস ছিল, সেই পরিণামকে যতটা সম্ভব সীমিত করা।’

তিনি আরও বলেন, ‘সেন্টমার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপরূপ নিদর্শন। সৌন্দর্যের টানে প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক এ দ্বীপে জড়ো হন। দ্বীপটির সৌন্দর্য উপভোগ করার পাশাপাশি এর সংরক্ষণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করাও আমাদের দায়িত্ব।’

বাংলা ট্রিবিউনের খবর পেতে গুগল নিউজে ফলো করুন

/এমএএ/

সীমান্ত থেকে ১৩ বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ

সিলেট প্রতিনিধি

২৪ ডিসেম্বর ২০২৪, ১১:২০

ভারত সীমান্ত

সিলেটের গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুর উপজেলার কমপক্ষে ১৩ জন বাংলাদেশি নাগরিককে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। রবিবার (২২ ডিসেম্বর) রাতে তাদের ভারতলাগোয়া সীমান্ত এলাকা থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।

সোমবার (২৪ ডিসেম্বর) বিএসএফ ভারতের মেঘালয় রাজ্যের জুয়াই পুলিশ স্টেশনে তাদের হস্তান্তর করেছে বলে জানা গেছে।

বিষয়টি নিয়ে সিলেট ব্যাটালিয়নের (৪৮ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. হাফিজুর রহমান বলেন, ‘বাংলাদেশি নাগরিকদের বিএসএফ ধরে নিয়েছে বলে শুনেছি। যতটুকু জেনেছি তারা মনে হয় চোরাচালান করতে গিয়েছিল। তবে তাদের পরিবার কিংবা বিএসএফের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি।’

সূত্র জানায়, ভারতের বিএসএফের হাতে ধরা পড়া শ্রমিকরা গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। তারা চোরাকারবারে

জড়িত থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তোফায়েল আহমেদ বলেন, ‘স্থানীয় কয়েকজন যুবককে বিএসএফ কর্তৃক আটকের খবর শুনেছি। যতটুকু জেনেছি ধরে নিয়ে যাওয়াদের মধ্যে গোয়াইনঘাটের একজন ও বাকি ১২ জন জৈন্তাপুর উপজেলার।’

পূর্ব জাফলং ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) প্যানেল চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান জানিয়েছেন, ধরে নিয়ে যাওয়া কয়েকজন শ্রমিকের স্বজন তার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের অবস্থান জানতে চেয়েছেন। আটকরা গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। বিএসএফ তাদের কেন ধরে নিয়ে গেছে সেটা জানা যায়নি।

/কেএইচটি/

রংপুরে পথসভায় জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান

দেশে পরীক্ষিত দেশপ্রেমিক শক্তি দুটি, একটি সেনাবাহিনী আরেকটি জামায়াত

রংপুর প্রতিনিধি

২৪ ডিসেম্বর ২০২৪, ১০:৩৫

রংপুরে পথসভায় জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘দেশে পরীক্ষিত দুটি দেশপ্রেমিক শক্তি আছে, এর একটা সেনাবাহিনী আরেকটা জামায়াতে ইসলামী। আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে ভারতের কাছে ইজারা দিয়েছিল। ক্ষমতার জন্য ষড়যন্ত্র করে প্রাণ কেড়ে নিয়েছে বিডিআরের।’

সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) রাত ৯টায় রংপুরের পাগলাপীরে জামায়াত আয়োজিত পথসভায় এসব কথা বলেন ডা. শফিকুর রহমান। এর আগে উত্তরবঙ্গ সফর উপলক্ষে রাত সাড়ে ৮টায় ঢাকা থেকে বিমানযোগে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে আসেন জামায়াত আমির।

তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ সাবেক সেনাপ্রধান মঈন ইউ আহমেদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পেছনের দরজা দিয়ে ২০০৯ সালের ৭ জানুয়ারি ক্ষমতায় আসে। তার দুই মাস পূরণ না হতেই পরের মাসেই আমরা লক্ষ করলাম, বিডিআর সদর দফতর পিলখানায় তারা ৫৭ জন সেনা অফিসারকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তাদের পরিবারের সদস্যদের হত্যা করলো। হত্যা করে লাশ ড্রেনে ভাসিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে পিলখানার চতুর্দিকে রাতের বেলা বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিয়ে খুনিদের পালানোর ব্যবস্থা করে দিলো। বিডিআরের লোকদের দফায় দফায় অ্যারেস্ট করলো। সাড়ে ১৬ হাজার বিডিআর জাওয়ানকে জেলে নিয়ে গেলো। জেলের ভেতর সাড়ে তিনশর অধিক অফিসার ও সৈনিক মারা গেলো।'

জামায়াত আমির বলেন, 'ক্ষমতায় আসার জন্য ষড়যন্ত্র করলো আওয়ামী লীগ, আর জীবন গেলো বিডিআরের। আওয়ামী লীগ একটি ষড়যন্ত্রকারী দল। একটি বাহিনীকে শেষ করে দিলো তারা। সেনাবাহিনীর কোমর ভেঙে দিলো। এরপর জামায়াতে ইসলামীর গায়ে হাত দিলো।'

ডা. শফিক বলেন, 'এ দেশে পরীক্ষিত দুটি দেশপ্রেমিক শক্তি আছে, একটা সেনাবাহিনী আরেকটা জামায়াতে ইসলামী। আগেই সেনাবাহিনীর ক্ষতিসাধন করেছে। জামায়াতকে তছনছ করে দিতে পারলে তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। তারা জমিদার হয়ে পড়বে আর দেশের মানুষকে তারা ভাড়াটিয়া বানাবে। এভাবেই ষড়যন্ত্র করেছিল তারা। কিন্তু মালিক বাড়ি ছেড়ে পালায় না। ভাড়া দিতে না পেরে ভাড়াটিয়া পালায়। এখন কে পালিয়েছে, ভাড়াটিয়ারা পালিয়ে গেছে।'

তিনি আরও বলেন, 'আওয়ামী লীগ কার্যত এ দেশকে ভারতের কাছে ইজারা দিয়ে রেখেছিল। আমরা এ দেশে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান চারটি ধর্মের মানুষ পাশাপাশি বসবাস করি। হিংসা-বিদ্বেষ নেই বললেই চলে। আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্ত পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে আমরা শিখেছি। কিন্তু আওয়ামী লীগ ধর্মের ভিত্তিতে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু হিসেবে এ দেশের মানুষকে আখ্যায়িত করেছে।'

জামায়াত আমির বলেন, ২০০৭ সালের ৭ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত তারা সংখ্যালঘু বলে যাদের জন্য মায়াকান্না করেছিল তারাই তাদের জায়গা-জমি অন্যায়ভাবে সব দখল করে রেখেছিল। তাদের সম্পদের ওপর হাত দিয়েছে আওয়ামী লীগ। তাদের ইজ্জতের ওপরেও হাত দিয়েছে। এই সময়ে এসে তারা (আওয়ামী লীগ) মায়াকান্না করে এবং দোষ চাপায় এ দেশের দেশপ্রেমিক মানুষ বিশেষ করে যারা নিষ্ঠাবান মুসলমান তাদের ওপরে।'

পথসভায় আরও বক্তব্য রাখেন জামায়াত নেতা মাহবুবুর রহমান বেলাল, এ টি এম আযম খান, এনামুল হকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

/কেএইচটি/

ঢাকা-খুলনা রুটে নতুন ট্রেন চলাচল শুরু, উচ্ছ্বসিত যাত্রীরা

খুলনা প্রতিনিধি

২৪ ডিসেম্বর ২০২৪, ০৯:৩৮

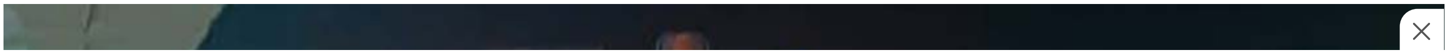

জাহানাবাদ এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু

পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা-খুলনা রুটে যাত্রা শুরু করলো ‘জাহানাবাদ এক্সপ্রেস’। মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) সকাল ৬টায় খুলনা থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয় ট্রেনটি। শিডিউল অনুযায়ী সকাল পৌনে ১০টায় ট্রেনটি ঢাকা পৌঁছাবে। এই ট্রেনে আসনসংখ্যা ৭৬৮টি এবং বগি রয়েছে ১২টি। ট্রেনের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেন।

এরপর বেলা পৌনে ১১টায় ট্রেনটি ‘রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস’ নামে বেনাপোলের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়বে। যশোর জংশন হয়ে দুপুর আড়াইটায় ট্রেনটি বেনাপোলে পৌঁছাবে। ‘রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস’ বিকাল সাড়ে ৩টায় বেনাপোল থেকে যাত্রা করে সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটে ঢাকায় পৌঁছাবে। এরপর ট্রেনটি ‘জাহানাবাদ এক্সপ্রেস’ নাম নিয়ে ঢাকা থেকে রাত ৮টায় যাত্রা করে রাত ১১টা ৪০ মিনিটে খুলনায় পৌঁছাবে। পদ্মা সেতু হয়ে নতুন রুটে সময় লাগছে মাত্র পৌনে ৪ ঘন্টা। দূরত্ব, যাতায়াতের সময় ও ভাড়া কম হওয়ায় রেলওয়ের এই উদ্যোগে খুশী যাত্রীরা।

নতুন এই রুটের যাত্রী রূপসার বাসিন্দা কাজী আশরাফুল বারী বলেন, ‘এ রুটে টিকিটের মূল্য কম, ৪৪৫ টাকায় টিকিট কিনেছি। খুব ভালো লাগছে খুলনা থেকে নড়াইল হয়ে পদ্মা সেতু দিয়ে স্বল্প সময়ে ঢাকা যেতে পারছি, ইনশাআল্লাহ।’

নগরীর টুটপাড়া এলাকার বাসিন্দা সানাউল হক বাচ্চু বলেন, ‘কম সময়ে খুলনা থেকে ঢাকা যেতে পারবো। যা শরীরের জন্য আরামদায়ক হবে এবং ভাড়াও কম।’

ট্রেনযাত্রী ওলি আহমেদ বলেন, ‘খুলনা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে জাহানাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা শুরু হয়েছে। আগে আমাদের অনেক পথ

যেতে হতো। এখন সময় অনেক কম লাগবে এবং তুলনামূলক সাশ্রয়ীও হলো। এজন্য আমরা সবাই বেশ খুশি।’

আরেক যাত্রী মো. মাইনুল ইসলাম বলেন, ‘ট্রেনটি আরও আগে প্রয়োজন ছিল। অনেক দেরি হয়ে গেছে। এই ট্রেনে খুবই সুবিধা। এতে খুলনা থেকে গিয়ে ঢাকায় অফিস শেষ করে আবার খুলনায় ফেরা সম্ভব।’

ট্রেনের সাব-লোকোমাস্টার (চালক) ইসহাক মল্লিক বলেন, ‘ট্রেনটি স্বল্প সময়ে খুলনা থেকে ঢাকা যাওয়া-আসা করবে। এ ছাড়া ট্রেন ভ্রমণ নিরাপদ, আল্লাহর রহমতে যাত্রীরা নিরাপদেই যেতে পারবে।’

খুলনা রেলওয়ে স্টেশন সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল ৬টায় খুলনা থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যায় ‘জাহানাবাদ এক্সপ্রেস’ ট্রেনটি। প্রথম দিন খুলনা থেকে ৫৫৩ জন যাত্রী নিয়ে ছেড়ে যায়। রেলওয়ের মহাপরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা খুলনা থেকে ট্রেনে করে ঢাকায় যান। তবে খুলনা প্রান্তে ছিল না কোনও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। সোমবার ছাড়া সপ্তাহের ৬ দিন ট্রেনটি চলাচল করবে। ট্রেনটি যাওয়া-আসার পথে যশোরের নওয়াপাড়া, সিঙ্গিয়া জংশন, নড়াইল, লোহাগড়া, কাশিয়ানী জংশন ও ভাঙ্গা জংশন স্টেশনে যাত্রাবিরতি করবে।

খুলনা রেলওয়ের ভারপ্রাপ্ত স্টেশনমাস্টার আশিক আহমেদ জানান, ট্রেনটিতে ১২টি বগি রয়েছে। এর মধ্যে ১১টি যাত্রীবাহী ও ১টি পণ্যবাহী। ১১টি বগিতে আসনসংখ্যা ৭৬৮টি। ঢাকা-খুলনা রুটে শোভন চেয়ার ভাড়া (ভ্যাট ছাড়া) ৪৪৫ টাকা, স্নিগ্ধা ভাড়া ৭৪০ টাকা, এসি আসন ভাড়া ৮৮৫ টাকা এবং এসি বার্থ শ্রেণির ভাড়া ১ হাজার ৩৩০ টাকা।

বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেন জানান, বিদেশ থেকে ট্রেনের নতুন ইঞ্জিন ও বগি আনা হচ্ছে। ৬ মাস পর এই রুটে নতুন আরও ট্রেন চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

রেলওয়ে কর্মকর্তারা জানান, ঢাকা-খুলনা রুটে তিনটি ট্রেন চলাচল করে। এর মধ্যে দুটি আন্তনগর ‘সুন্দরবন এক্সপ্রেস’ ও ‘চিত্রা এক্সপ্রেস’। আর একটি ‘নকশিকাঁথা’ কমিউটার ট্রেন চলাচল করে। নতুন করে যুক্ত হচ্ছে ‘জাহানাবাদ এক্সপ্রেস’ ট্রেনটি। এর মধ্যে সুন্দরবন এক্সপ্রেস ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া হয়ে খুলনায় যাচ্ছে। এতে প্রায় ৮ ঘণ্টার বেশি সময় লাগছে। অন্যদিকে চিত্রা এক্সপ্রেস বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু হয়েই চলাচল করছে। এই ট্রেনের সময় লাগে সাড়ে ৯ ঘন্টা। এর বাইরে বেনাপোল এক্সপ্রেস ঢাকা থেকে রাজবাড়ী ও কুষ্টিয়া হয়ে যশোরের বেনাপোলে যায়। এতে সময় লাগছে সাড়ে ৭ ঘন্টা। এ ছাড়া ঢাকা-খুলনা রুটে কমিউটার নকশিকাঁথা ট্রেন চলাচল করছে। এটি খুলনা থেকে রাত ১১টায় ছেড়ে যশোর, কুষ্টিয়া, রাজবাড়ী, ভাঙা হয়ে ঢাকায় পৌঁছায় সকাল ৯টা ১০ মিনিটে। এতে ১০ ঘন্টারও বেশি সময় লাগে। ফলে নতুন ট্রেন সময় সাশ্রয় হবে অন্তত ৫ থেকে ৬ ঘন্টা। এ ছাড়া সুন্দরবন ও চিত্রা ট্রেনের চেয়ে ভাড়াও কম লাগছে জাহানাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেনে। এতে খুশি যাত্রী ও রেলওয়ে সংশ্লিষ্টরা।

রেলের দেওয়া সময়সূচি অনুসারে, জাহানাবাদ এক্সপ্রেস সাপ্তাহিক বন্ধ ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৬টায় খুলনা থেকে ছেড়ে নোয়াপাড়া, সিঙ্গিয়া, নড়াইল, লোহাগড়া, কাশিয়ানী, ভাঙ্গা জংশন হয়ে সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে ঢাকায় পৌঁছাবে। আর ঢাকা থেকে রাত ৮টায় ছেড়ে রাত ১১টা ৪০ মিনিটে খুলনা পৌঁছাবে।

অন্যদিকে, একই ট্রেন ‘রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস’ নামে সাপ্তাহিক বন্ধ ছাড়া প্রতিদিন ঢাকা থেকে সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে বেনাপোল পৌঁছাবে দুপুর আড়াইটায়। আর বিকাল সাড়ে ৩টায় বেনাপোল থেকে ছেড়ে যশোর, নড়াইল, কাশিয়ানী ও ভাঙ্গা জংশন হয়ে ঢাকায় পৌঁছাবে সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটে। উভয় ট্রেনের সাপ্তাহিক বন্ধ সোমবার।

রেলওয়ের ডিভিশনাল ম্যানেজার শাহ সুফি নূর মোহাম্মদ বলেন, ‘জাহানাবাদ ট্রেনটি খুলনা থেকে কাশিয়ানি নড়াইল হয়ে পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে ঢাকায় প্রবেশ করবে। ঢাকা থেকে আবার একইভাবে রাতে খুলনায় পৌছাবে। খুলনা থেকে ঢাকা রুটের অন্য ট্রেনের চেয়ে এতে সময় কম লাগবে। মাত্র সাড়ে ৩ থেকে ৪ ঘন্টায় ঢাকায় পৌঁছাবে। যা খুলনাবাসীর জন্য একটি বড় সুযোগ। একইসঙ্গে রেলওয়েও গর্বিত যে খুলনাবাসীকে এই সুবিধা আমরা দিতে পারছি। এর মাধ্যমে খুলনাবাসী স্বল্প সময়ে, স্বল্প দূরত্বে এবং স্বল্প খরচে তাদের গন্তব্য ঢাকায় পৌঁছাতে পারছেন। এই ট্রেনে ১১টি যাত্রীবাহী কোচ এবং একটি লাগেজ ভ্যান রয়েছে। এই লাগেজ ভ্যানের মাধ্যমে খুলনা এবং আশপাশের জেলার বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য বা মালামাল ঢাকায় নিতে পারবে।’

/কেএইচটি/

হত্যাসহ এক ডজন মামলার আসামি বকি গেফতার ×

খুলনা প্রতিনিধি

২৪ ডিসেম্বর ২০২৪, ০৯:৩৭

গ্রেফতার শাহরিয়ার হোসেন রকি

খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের (কেএমপি) তালিকভুক্ত ১২ শীর্ষ সন্ত্রাসীর একজন, হত্যাসহ ডজনখানেক মামলার পলাতক আসামি শাহরিয়ার হোসেন রকি (৩২)কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার দিনগত গভীর রাতে টুটপাড়া মহিরবাড়ি খালপাড় এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। রকি ৮/১ ওয়েস্ট সার্কুলার রোড় মহিরবাড়ি খালপাড় এলাকার মো. শাহাজাহান ওরফে শানু মোহরীর ছেলে এবং শীর্ষ সন্ত্রাসীর তালিকায় থাকা নূর আজিমের আপন ছোট ভাই।

পুলিশ জানায়, গত ২২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় খুলনা থানা পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে, নগরীর শীর্ষ সন্ত্রাসী নূর আজিম গ্রুপের একজন কুখ্যাত সন্ত্রাসী টুটপাড়া মহিরবাড়ি খালপাড় এলাকায় অবস্থান করছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে খুলনা থানা পুলিশের টিম দ্রুত ওই এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানকালে কৌশলে শাহরিয়ার হোসেন রকিকে গ্রেফতার করা হয়। সে টুটপাড়া জনকল্যাণ স্কুলের পাশে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত রনি সর্দার এবং দক্ষিণ টুটপাড়া বায়তুল মামুর মহল্লায় সন্ত্রাসীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহত পলাশ হাওলাদার হত্যা মামলার অন্যতম আসামি।

পুলিশ জানায়, এলাকায় দখলবাজি, চাঁদাবাজি এবং টাকার বিনিময়ে কিলিং মিশনে অংশ নিয়ে ত্রাস সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসী রকিকে গ্রেফতারের ফলে এলাকায় জনসাধারণের মাঝে স্বস্তি ফিরেছে। তার বিরুদ্ধে খুলনা মহানগরীসহ বিভিন্ন থানায় হত্যা, চাঁদাবাজি এবং মাদকসহ বিভিন্ন ধরনের একাধিক মামলা রয়েছে।

খুলনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুনীর উল গিয়াস বলেন, রকি একজন শীর্ষ সন্ত্রাসী। তার বিরুদ্ধে খুলনাসহ বিভিন্ন থানায় ডজন খানেক মামলা রয়েছে। তার মধ্যে হত্যা, হত্যাচেষ্টা, দস্যুতা ও মাদক মামলা রয়েছে।

তিনি বলেন, খুলনা থানার ৫টি মামলায় তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে। সে শীর্ষ সন্ত্রাসী নূর আজিমের সব অস্ত্রের দেখাশোনা, মাদক বিকিকিনি ও বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডসহ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতো। দীর্ঘদিন পলাতক ছিল। তাকে গ্রেফতারের জন্য অনেক চেষ্টা চালানো হয়েছে।

ওসি আরও বলেন, দক্ষিণ টুটপাড়া জনকল্যাণ স্কুলের পূর্ব পাশে ক্যালোরিন ফুড কর্ণারের সামনে রনি সর্দার এবং দক্ষিণ টুটপাড়া তালতলা হাসপাতাল রোড বায়তুল মামুর মহল্লায় পলাশ হাওলাদার হত্যা মামলার অন্যতম আসামি রকি।

/আরআইজে/

পরিচয় মিললো গাজীপুরে বোতাম কারখানায় আগুনে নিহত শ্রমিকদের

গাজীপুর প্রতিনিধি

২৪ ডিসেম্বর ২০২৪, ০৯:১২

পুড়ে যাওয়া এম অ্যান্ড ইউ ট্রিমস (বোতাম) তৈরির কারখানা

পরিচয় মিলেছে গাজীপুরের শ্রীপুর পৌরসভার ভাংনাহাটি (মোল্লাপাড়া) এম অ্যান্ড ইউ ট্রিমস (বোতাম) তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে নিহত তিন শ্রমিকের। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জয়নাল আবেদীন মণ্ডল।

নিহতরা হলেন লালমনিরহাট জেলা সদর থানার তালুকহারাটি গ্রামের মোহাম্মদ বাবলুর ছেলে মজমুল হক (২১), দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলার লোহাচড়া গ্রামের মৃত আব্দুর রউফ সরকারের ছেলে সোহাগ সরকার (৩২) এবং গোপালগঞ্জের মোকসেদপুর উপজেলার মহরতপুর গ্রামের রফিক মাতুব্বরের ছেলে শাওন (২২)। নিহতরা ওই কারখানায় রঙমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন। নিহতদের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হওয়া ওই কারখানায় গিয়ে দেখা যায়, স্থানীয় লোকজনসহ নিহত শাওনের স্বজনরা কারখানা গেটে অপেক্ষা করছেন। তবে তারা সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনো কথা বলতে চাননি। কারখানার নিরাপত্তাপ্রহরীরা তাদেরকে বারবার গেট থেকে দূরে সরে দাঁড়ানোর কথা বললেও তারা সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় মেঘনা গ্রুপের ওই কারখানার সামনের চিত্র এটি।

নিহতদের সঙ্গে সোহানসহ মোট ৯ জন রঙ করার কাজ করছিলেন। সোহান জানান, তাদের মধ্যে মজমুল হক, সোহাগ সরকার এবং শাওন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রেজিস্টার অনুযায়ী গুরুতর আহত শ্রীপুর পৌরসভার ভাংনাহাটি এলাকার আজমত আলী আকন্দের ছেলে জাকির হোসেন (৪০), একই এলাকার আব্দুল গফুরের ছেলে রনি (৩০), আব্দুল জব্বারের ছেলে নাজমুল (২৫), আব্দুর রশীদের ছেলে খোকন মিয়া (৩৫), মকবুল শেখের ছেলে লুৎফর (৪২) এবং সে (সোহান) নিজে। তাদের রবিবার (২২ ডিসেম্বর) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে পাঠানো হয়েছে।

কারখানার ভেতরে গিয়ে দেখা যায় গাজীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুপার (ক্রাইম) আমিনুল ইসলামসহ শ্রীপুর থানার ওসি এবং টঙ্গী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের পরিদর্শক আমিনুল ইসলাম পুড়ে যাওয়া কারখানা পরিদর্শন করেছেন। স্থানীয় সাংবাদিকরা কারখানার নিরাপত্তাপ্রহরীর কাছে সেখানে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাদের সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। পরে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের কারখানার ভেতরে প্রবেশের সুযোগ দেয় কর্তৃপক্ষ।

কারখানার পুড়ে যাওয়া উৎপাদন ফ্লোরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা প্রহরী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, এ কারখানায় ১৪ জন স্টাফসহ ২৪৭ জন মেশিন অপারেটর রয়েছেন। অগ্নিকাণ্ডে বোতাম তৈরির ৫০টি টার্নিং মেশিন এবং ৩০টি পুলিশ (বাটন ফিনিশিং) মেশিন পুড়ে গেছে। অগ্নি দুর্ঘটনার সময় লাঞ্চের বিরতি থাকায় তেমন বড় ধরনের কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি।

টঙ্গী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের পরিদর্শক আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘সকাল থেকেই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত কারখানা পরিদর্শন করেছি। দক্ষিণ পাশের টিনশেডের ওয়েস্টেজ কেমিক্যাল গুদামঘর থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে বলে জানতে পেরেছি। সেখানে কোনও বৈদ্যুতিক লাইনের সংযোগ দেখতে পাইনি। তবে কেন এবং কীভাবে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হলো তা বুঝতে পারছি না। ধারণা

করছি, যারা রঙের কাজ করছিল তারা ধূমপান অথবা রঙ গলানোর জন্য আগুনের সহযোগিতা নিয়েছিল কিনা তা জানতে হবে। অগ্নিকাণ্ডে কারখানার বৈদ্যুতিক লাইন পুড়ে সিসিটিভি ক্যামেরা অচল থাকায় আমার আগুন লাগার সূত্রপাত নিশ্চিত হতে পারছি না।'

শ্রীপুর পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম বলেন, '২০১৫ সালে কারখানাটি স্থাপিত হয়। আমরা কারখানার ফাইল খুঁজতেছি। ফাইল পওয়া গেলে পরিবেশের ছাড়পত্র, অবস্থানগত ছাড়পত্র এবং নকশা অনুমোদনের অনুমতি আছে কিনা বলতে পারবো। তবে কারখানার অভ্যন্তরে দক্ষিণ পাশের টিনশেড ঘরে কেমিক্যাল ড্রাম রাখার অনুমোদন আছে কিনা যাচাই করে দেখতে হবে। ধারণা করা হচ্ছে, টিনশেডটি কারখানা কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি নির্মাণ করেছে এবং সেটা পৌর কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া।'

শ্রীপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ব্যারিস্টার সজীব আহমেদ বলেন, 'আমরা বাহ্যিকভাবে কোনও তদন্ত কমিটি গঠন করি নাই। প্রাথমিকভাবে পৌরসভা, ফায়ার সার্ভিস, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অভ্যন্তরীণভাবে তদন্ত করছে। তবে এটাকে তদন্ত কমিটি বলা যাবে না। মানবিক দিক চিন্তা করে আমরা নিহতদের দাফন-কাফনের বিষয়ে তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা করবো।'

গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক (ডিডি) মামুন বলেন, কেমিক্যালের ড্রাম বিস্ফোরিত হওয়ায় আশপাশের পুরো এলাকা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। উৎপাদন ফ্লোরের পাশেই স্টোর কক্ষে ১২০টির মতো কেমিক্যালের ড্রাম ছিল। আমাদের ফায়ার ফাইটার এবং স্থানীয়দের সহায়তায় ওই ড্রামগুলো বাইরে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিতে পেরেছি। তা না হলে আগুন আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করতো। প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হতে পেরেছি, ওয়েস্ট কেমিক্যালের গুদাম থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। পরে মুহূর্তেই আগুন পশ্চিম পাশের ডাস্ট গুদামে ছড়িয়ে যায়। তদন্তের পর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।'

গাজীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুপার (ক্রাইম) আমিনুল ইসলাম বলেন, 'এম অ্যান্ড ইউ ট্রিমস (বোতাম) তৈরির কারখানায় কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে তা এখনও কেউ বলতে পারেনি। এ ঘটনায় যারা আহত হয়েছেন এবং সুস্থ আছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কথা বললে হয়তো প্রকৃত ঘটনাটা জানা যাবে। পুলিশ কাজ করছে। এখনও পর্যন্ত কারও পক্ষ থেকে অভিযোগ দেয়নি। আমরা অপেক্ষা করছি আহতদের পক্ষ থেকে কেউ মামলা করে কিনা। যদি তারা মামলা না করে তাহলে পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতোমধ্যে আমাদের পক্ষ থেকে একজন অফিসারকে দায়িত্ব দিয়েছি, তিনি তদন্ত করছেন।'

প্রসঙ্গত, রবিবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে শ্রীপুর পৌরসভার ভাংনাহাটি (মোল্লাপাড়া) এলাকায় মেঘনা গ্রুপের এম এন্ড ইউ ট্রিমস (বোতাম) তৈরির কারখানা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে তিন রঙমিস্ত্রি দগ্ধ হয়ে মারা যান।

/কেএইচটি/

© 2024 Bangla Tribune Online Media